



26862 - রোযার বধিান আরোপরে মধ্যযে নহিতি প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

রোযার বধিান আরোপরে মধ্যযে কী প্রজ্ঞা নহিতি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

প্রথমতে আমাদরে জানতে হবযে যতে আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর একটি নাম হলো 'আল-হাকীম' তথা প্রজ্ঞাময়। 'হাকীম' শব্দটা 'হুকম' (বধিান দান) এবং 'হকিমাহ' (প্রজ্ঞা) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র বধিানদাতা। তার বধিানসমূহে রয়েছে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা, পূর্ণতা ও নপিনতা।

দুই:

আল্লাহ তায়ালা যতে বধিানই আরোপ করনে না কনে এর পছেনে রয়েছে সুমহান প্রভূত প্রজ্ঞা। হতে পারে আমরা সতে প্রজ্ঞাগুলো জানতে পারব কথিবা আমাদরে ববিকে-বুদ্ধি সগেলোর দশিা পাবে না। আবার হতে পারে আমরা কছি বিষয় জানতে পারব, আর এর অনকেগুলো আমাদরে অজানা থেকে যাবে।

তনি:

আল্লাহ তাআ'লা আমাদরে উপর রোযার বধিান আরোপ করা ও রোযা ফরয করার প্রজ্ঞা তাঁর নমিনোক্ত বাণীতে উল্লেখ করছেন: "হে ঈমানদাররো! ততোমাদরে উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যমেনভিবে ততোমাদরে পূর্ববর্তীদরে উপরও রোযা ফরয করা হয়েছিলি; যনে ততোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।" [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩]

রোযা তাকওয়া অর্জনরে অন্যতম উপায়। তাকওয়া হলো: আল্লাহর আদষ্টি বিষয়গুলো পালন করা এবং নষিদিধ বিষয়গুলো ত্যাগ করা।

দ্বীনরে নরিদশোবলী পালনে বান্দার জন্য সহায়ক উপায়গুলোর অন্যতম হছে রোযা।



আলমেগণ রোযা বধিান আরোপরে মধ্যে নহিতি বশে কছি প্রজ্ঞাণর কথা উল্লেখ করছেন। এর সবগুলোই তাকওয়ার বশেষিট্য। তবে সগুলো উল্লেখ করতে কোন বাধা নহে; যাতে করে রোযাদার সগুলো ব্য়াপারে সচতেন হয় এবং বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়।

রোযার বধিানে নহিতি প্রজ্ঞাণগুচ্ছরে মধ্যে রয়েছে:

১- রোযা নয়োমতরে শুরিয়া করার অন্যতম উপায়। যহেতে রোযা মানহে হলো: পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে নিজেকে বরিত রাখা। এগুলো হলো সর্ব্বাধিক মহান নয়োমত। একটা নরিদ্ষিট সময় পর্যন্ত এ নয়োমতগুলো থেকে বরিত থাকলে এগুলোর মর্যাদা বুঝা যায়। কারণ নয়োমতগুলো অগোচরে থাকে। কনিতু যখন হারিয়ে যায়, তখনই এর মরম বুঝা যায়। এভাবে রোযা মানুষকে শুরিয়ার মাধ্যমে নয়োমতগুলোর হক আদায়রে প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

২- রোযা হারাম কর্মগুলো ত্যাগ করার অন্যতম একটা মাধ্যম। কারণ ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া ও তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তরি ভয়ে হালাল থেকে বরিত থাকতে পারে; তাহলে হারাম থেকে বরিত থাকা আরও অধিক যুক্তযুক্ত। তাই রোযা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকার মাধ্যম।

৩- রোযার মধ্যে যতীন কামনার দমন বদ্যমান। কারণ মানুষ যখন পানাহার করে পরিত্পিত হয়, তখন যতীন-কামনা করতে থাকে। কনিতু সে যদি ক্ষুধার্ত থাকে, তখন যতীন-কামনা থেকে বরিত থাকে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে যার সামর্থ্য আছে, সে যনে বিবাহ করে নেয়। কনেনা বয়ি চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নহে, সে যনে রোযা রাখে। কারণ রোযা তার যতীন-চাহদিকে দমন করে।”

৪- রোযা নঃস্ব ব্যক্তিদরে প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করাকে অনবির্ষ করে তোলে। রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন তার মনে পড়ে এমন ব্যক্তরি কথা যে সবসময় এমন অবস্থায় থাকে। ফলে তার হৃদয় নঃস্ব ব্যক্তরি প্রতি দ্রুত গলে যায়, তার প্রতি দয়ার্দর হয়, তার সাথে সে সদাচরণ করে। তাই রোযা নঃস্বদরে প্রতি অনুগ্রহরে কারণ।

৫- রোযা শয়তানকে পরাভূত ও দুর্বল করে দেয়। যার ফলে মানুষকে দেওয়া শয়তানরে কুমন্ত্রণার মাত্রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষরে পাপ কমে যায়। যহেতে “শয়তান আদম সন্তানরে শরীরে রক্তরে মত চলাচল করে।” যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। রোযা রাখলে শয়তানরে চলাচলরে পথ সংকীরণ হয়ে আসে। সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার প্রভাব কমে যায়।

শাইখুল ইসলাম তার ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’তে (২৫/২৪৬) বলেন:

“নশিচয় খাদ্য-পানীয় থেকে রক্ত তরৈ হয়। মানুষ যখন খায় বা পান করে তখন শয়তানরে চলার পথ (রক্ত) প্রশস্ত হয়। আর রোযা রাখলে শয়তানরে চলার পথ সংকীরণ হয়। তখন মানুষরে অন্তর ভালো কাজ করতে আর খারাপ কাজ ছড়ে দতি



আগ্ৰহী হয়ে ওঠে।”[কব্রিচি পরিমার্জিত]

৬- রোযাদার নিজেকে আল্লাহর নজরদারতিে অভ্যস্ত করে তোলে। তার মন যা কামনা করে সেটো করার সক্ষমতা থাকার পরও সে তা করে না। কারণ সে জানে আল্লাহ তাকে দেখেছেন।

৭- রোযার মাধ্যমে দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনার প্রতি বিমুক্ততা সৃষ্টি হয়; আর আল্লাহর কাছে (পরকালে) যা আছে সেটোর প্রতি আগ্ৰহ তৈরি হয়।

৮- রোযা মুমনিদেরকে বেশি বেশি নিকে কাজে অভ্যস্ত করে তোলে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোযাদারের নিকে কাজ বৃদ্ধি পায়। এভাবে সে নিকে কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো রোযার বধিান আরোপে নহিতি কিছু প্রজ্ঞা। আমরা আল্লাহর কাছে করি, তিনি যেন আমাদেরকে এগুলো বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন এবং যথাযথভাবে তার ইবাদত পালনে সাহায্য করেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দখেন: তাফসিরে সা'দী (পৃষ্ঠা-১১৬), ইবনে কাসমি লিখিত 'আর-রওয়ুল মুরবী' গ্রন্থেরে হাশিয়া (৩/৩৪৪) এবং 'আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৯/২৮)।